তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যুগান্তর

রাবি শিক্ষিকার 'আত্মহত্যা'

সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহান জলির আত্মহত্যার ঘটনায় সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষিকার কক্ষ থেকে উদ্ধার করা তিনটি মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সিমগুলোর স্ব স্ব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়েও আবেদন করা হয়েছে। ভিসেরা পরীক্ষার জন্য নমুনাগুলো ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মতিহার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ব্রজ গোপাল

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দত্ত সোমবার এসব তথ্য জানান। তবে মামলার তদন্তে এই কর্মকর্তার সঙ্গে মতিহার জোনের সহকারী কমিশনার এবং মহানগর পুলিশের উপকমিশনার পদমর্যাদার দু'জন কর্মকর্তাও যুক্ত রয়েছেন বলে জানান ব্রজ গোপাল দত্ত।

তিনি যুগান্তরকে জানান, শিক্ষিকা আকতার জাহানের লাশ উদ্ধারের পর তার কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে আলাদা দুই টুকরো কাগজে লেখা সুইসাইড নোট, দুটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল, ঘুমের ট্যাবলেট (ইজিএম), তরল পদার্থ, চারটি পেনড্রাইভ, কয়েক রকমের ওষুধ পাওয়া যায়। সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

এসআই ব্রজ গোপাল বলেন, 'তিনি কী কারণে আত্মহত্যা করতে পারেন, কী ধরনের সমস্যায় ভুগছিলেন তা জানার জন্য তার সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছি। তার ব্যবহৃত সিমকার্ডগুলোর তথ্য জানতে চেয়ে অপারেটরদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সেটা হাতে পেলে শেষ সময়ে তার কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে, কী বিষয়ে কথোপকথন হয়েছে তা জানা যাবে। যা তদন্তে সহায়ক হবে বলে মনে করছি।'

সুইসাইড নোট অনুযায়ী সাবেক স্বামীর দিকে সন্দেহের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে জেনেছি— কয়েক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল শিক্ষিকা আকতার জাহানের। তারপরও সব পক্ষের সঙ্গে আমরা কথা বলে দেখব। আত্মহত্যায় কারও প্ররোচনা আছে কি না সেটা বের করা মামলার আসল বিষয়। সেটাই চেষ্টা করব। গুরুত্বসহকারে মামলাটি তদন্ত করা হচ্ছে।'